সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা



সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা

একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।

– নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **আসাদুজ্জামান খান, এমপি**
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রধান উপদেষ্টা : **মোঃ শহিদুজ্জামান**
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

উপদেষ্টা : **মোহাম্মদ আজহারুল হক**
অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ)

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ)

সম্পাদনায় : **ড. তরুণ কান্তি শিকদার**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ)

ডিজাইনার : **লিটন হালদার**

প্রকাশনী ও মুদ্রণে : **জলছবি প্রকাশনী**
ডিএস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৩৪/ডি, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৮১৭০৭৮৭৯৬



বাণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে প্রথমবারের মত উদ্ভাবন সংকলন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সরকারের আইসিটি নীতিমালা ২০১৮, রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বেড়েই চলেছে। এ জন্য জনগণের দোড়গোড়ায় সরকারি ও বেসরকারি সেবা পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্ব স্ব অফিসের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যা এই সংকলনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সংকলন হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত ও চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগের কার্যক্রম সম্পর্কে সেবা প্রত্যাশী জনগণ সম্যক ধারণা করতে পারবেন। আমি মনে করি এ সংকলন হতে অভিজ্ঞতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আগামীতে আরও নিত্য নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন, যা সকল শ্রেণির জনগণের জন্য আরও অধিকতর সেবা প্রদানে সহায়ক হবে।

আমি এই উদ্ভাবন সংকলন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে উদ্ভাবন বিষয়ক সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সম্প্রতি সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনচর্চার তাগিদ এসেছে। সরকারি কর্মচারীরা এখন তাদের কাজের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সহজীকরণের উপায় নির্ধারণের কাজ করেন। সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনায় এরুপ উদ্ভাবন সংস্কৃতি সঞ্চারে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত। বর্তমানে বিদ্যমান অফিস ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ তাদের কর্মপরিবেশে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে সেবাদান পদ্ধতি অনেক সহজ করতেও সক্ষম হয়েছেন। আমি নবীন কর্মকর্তাগণের এই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সাফল্যের গল্পগুলো সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করবে সেই বিশ্বাস থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে উদ্ভাবন সংকলনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্রকাশনা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ জনসেবার মান উন্নত করবে। এই সকল উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ



বাণী

নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসূ কর্ম সম্পাদনই জনসেবা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন চর্চার মূল উদ্দেশ্য হলো স্বল্পমূল্যে, অধিকতর কম সময়ে ও গুণগত সেবা জনসাধারণের জন্য নিশ্চিত করা। উদ্ভাবনচর্চার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সেবাদানের উপায় ও প্রক্রিয়াকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সহজ করা। তবে প্রথমত আমাদের সেবাদানের ইচ্ছায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। আর সে প্রত্যয় থাকলেই সেবার সহজ উপায় নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব কর্মকর্তাগণ উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছেন বা উদ্ভাবনী পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে উদ্ভাবন সংকলনের প্রথম সংখ্যা বের করার মূল লক্ষ্য অন্যান্য সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করা। উদ্ভবনী চর্চাগুলো পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য। আসুন, সকলেই আন্তরিকভাবে জনসেবায় ব্রতী হই এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

পরিশেষে, উদ্ভাবন প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
অতিরিক্ত সচিব
ও
চিফ ইনোভেশন অফিসার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



ভিশন : নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

মিশন : প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন টেকসই ও সময় উপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সুরক্ষা, নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
১	স্পেনে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী নাগরিকগণের অনুকূলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স অনলাইনে ইস্যুকরণ।	অনলাইনে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বর্ণিত সেবা প্রত্যাশী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আবেদন করবেন। যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে প্রাপ্ত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ওয়েব পোর্টাল এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীকে প্রেরণ করা হবে।	সেবা প্রত্যাশীকে সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসার প্রয়োজন হবে না এবং সেবা প্রত্যাশীর সময় বাঁচবে ও আর্থিক অপচয়ও রোধ হবে। সেবা প্রত্যাশী ট্রাকিং নম্বর ব্যবহার করে তার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থাও জানতে পারবেন। ওয়েব পোর্টালে সকল কার্যক্রমের ধাপসমূহ সংরক্ষিত থাকবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মকর্তা পুরাতন সকল কার্যক্রম অবলোকন করার সুযোগ পাবেন এবং একটি মাসে/বছরে সর্বমোট কতটি আবেদন গৃহীত হয়েছিল এবং প্রাপ্ত আবেদনের বিপরীতে কতটি পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।	বাস্তবায়িত (২০১৮-১৯)
২	বাংলাদেশী পাসর্পোট বিদেশে প্রেরণের/বহনের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমতি প্রদান।	অনলাইনে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আবেদন করবেন। যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে প্রাপ্ত অনুমতি পত্রটি ওয়েব পোর্টাল এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীকে প্রেরণ করা হবে।	সেবা প্রত্যাশীকে সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসার প্রয়োজন হবে না এবং সেবা প্রত্যাশীর সময় বাঁচবে এবং আর্থিক অপচয়ও রোধ হবে। সেবা প্রত্যাশী ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে তার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থাও জানতে পারবেন। ওয়েব পোর্টালে সকল কার্যক্রমের ধাপসমূহ সংরক্ষিত থাকবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মকর্তা পুরাতন সকল কার্যক্রম অবলোকন করার সুযোগ পাবেন এবং একটি মাসে/বছরে সর্বমোট কতটি আবেদন গৃহীত হয়েছিল এবং প্রাপ্ত আবেদনের বিপরীতে কতটি অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।	বাস্তবায়িত (২০১৮-১৯)
৩	অনলাইনে এসিড উৎপাদন ও আমদানির লাইসেন্স প্রদান।	অনলাইনে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বর্ণিত সেবা প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আবেদন করবেন। যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে প্রাপ্ত এসিড উৎপাদন ও আমদানির লাইসেন্স ওয়েব পোর্টাল এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ করা হবে।	সেবা প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসার প্রয়োজন হবে না এবং সেবা প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের সময় বাঁচবে এবং আর্থিক অপচয়ও রোধ হবে। সেবা প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে তার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থাও জানতে পারবেন। ওয়েব পোর্টালে সকল কার্যক্রমের ধাপসমূহ সংরক্ষিত থাকবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মকর্তা পুরাতন সকল কার্যক্রম অবলোকন করার সুযোগ পাবেন এবং একটি মাসে/বছরে সর্বমোট কতটি আবেদন গৃহীত হয়েছিল এবং প্রাপ্ত আবেদনের বিপরীতে কতটি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

১. উদ্ভাবনের শিরোনাম:

স্পেনে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী নাগরিকগণের অনুকূলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স অনলাইনে ইস্যুকরণ।

২. পটভূমি:

বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন নাগরিক বা বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী কোন নাগরিক স্পেনে যেতে চাইলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য বিদেশে অবস্থানরত নাগরিককে সেদেশের হাইকমিশন/এ্যাম্বেসির মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে অবস্থানরত নাগরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগে সরাসরি আবেদন করেন। বিদেশে বসবাসরত নাগরিকগণের আবেদন প্রাপ্তিতে অধিকাংশ সময়েই ২/৩ মাস লেগে যায়। বিদেশ হতে আবেদন প্রাপ্তির পর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনের পর দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের সনদ সংগ্রহপূর্বক আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করেন। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ। এছাড়াও সাধারণ জনগণের মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ সহজ নয়।

a2i এর ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম এবং সাধারণ নাগরিকের সার্বিক সুবিধা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। বর্ণিত উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্লেষণ বা এনালাইসিসের জন্য উদ্ভাবন আইডিয়া প্রদানকারী, ইনোভেশন টিম এবং আইডিয়াটি বাস্তবায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আইসিটি সেল ও a2i হতে কারিগরি সহায়তা নেয়া হয়েছে। টেকসই করার জন্য বর্ণিত উদ্ভাবনটি বিদ্যমান ই-নথি সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে করে সেবা প্রত্যাশির আবেদন সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগের ই-নথি সিস্টেমের ফ্রন্ট ডেস্কে গৃহীত হয়।

৩. উদ্যোগের কল্যাণ:

এই উদ্যোগের ফলে সেবা প্রত্যাশি যে কোন স্থান হতে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন দখিলের পর আবেদন সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগের ই-নথি সিস্টেমের ফ্রন্ট ডেস্কে গৃহীত হবে। ফ্রন্ট ডেস্ক হতে সরাসরি আবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ই-নথি আইডিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে সেবা প্রদান প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে দ্রুত সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্যদের নাম	ঠিকানা
ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মোঃ মুনিম হাসান, যুগ্মসচিব (বহিরাগমন-১ শাখা)	
মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ, যুগ্মসচিব (বহিরাগমন-৪ শাখা)	
শিরীন রুবী, উপসচিব (বহিরাগমন-৩ শাখা)	
মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন, সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা ও আইসিটি সেল	
মোঃ আইয়ুব হোসেন, প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল	

সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯.০১.২০১৭ খ্রি: তারিখ থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকেই এ বিভাগে জনসাধারণের সেবামূলক কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চালুকৃত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি যেমন: শুদ্ধাচার চর্চা, তথ্য অধিকার আইন অনুসরণ, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়মিত অনুশীলন করা হচ্ছে।

(১) মাদকের ভয়াবহতা হ্রাসকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গত ১৯.১১.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ১৩.০৩.২০১৮ তারিখে যথাক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে।

(২) সফলভাবে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক একটি এ্যাকশন প্যান প্রণয়নপূর্বক এর উপর গত ২৯.৭.২০১৮ তারিখে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে দিনব্যপী ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬.৬.২০১৮ হতে ২১.৭.২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে ০৪টি এ্যান্টি ড্রাগ ক্যারাভ্যান এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

(৪) মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মসজিদে মসজিদে খুতবার পূর্বে বয়ান উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনারগণের দ্বি-মাসিক সম্মেলনে এ কার্যক্রমের প্রভাব নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে।

(৫) সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০,০০০ হাজার মাদক বিরোধী ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।

(৬) মাদক বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে পাক্ষিক ভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ফলোআপ করা হচ্ছে।

(৭) মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে নতুন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করার জন্য ইতোমধ্যে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে নতুন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(৮) সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মাদক সনাক্তকরণ সংক্রান্ত 'ডোপ টেস্ট' করার বিষয়ে সরকারের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীবৃন্দ জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশ নিচ্ছেন। তাদের এই বিশেষ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের ১৫০ জন কর্মীকে র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য অগ্নি ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসের আওতায় ০৬ মাস ব্যাপী ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স চালু করা হয়েছে।

(১১) ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কিং ফোর্স যেমন: ফায়ারম্যান, ডুবুরি ও নার্সিং এ্যাটেনডেন্ট পদে নিয়োগের বয়সসীমা হ্রাস করে ১৮ থেকে ২০ বছর এবং স্টাফ অফিসার/স্টেশন অফিসার ও জুনিয়র প্রশিক্ষক পদে নিয়োগের বয়সসীমা হ্রাস করে ১৮ থেকে ২৭ বছর করা হয়েছে।

(১২) সিএনজি/এলপিজি সিলিন্ডার, অফিস ও বাসাবাড়ির গ্যাসলাইন এবং ফিলিং স্টেশনের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গত ০৮.০৮.২০১৮ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা করা হয়েছে।

(১৩) বিদ্যমান কারা আইন সংস্কার করে 'Prisons and Correctional Services Act, 2017' নামে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে নতুন আইনের ১০টি অধ্যায়ের মধ্যে ০৭টি অধ্যায়ের ১২০টি ধারার পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

(১৪) ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কারাবন্দিদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হওয়ায় নতুন কারাগার নির্মিত হলে সেটাকে কারাগার-১ এবং ঐ স্থানের পুরাতন কারাগারকে কারাগার-২ হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৫) কারাবন্দিদেরকে নিদিষ্ট সময় অন্তর তাদের পরিবারবর্গের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গত ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে 'প্রিজন লিংক' নামে ০১টি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) কারাবন্দিগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কারাবন্দির মুক্তির সময় তাকে প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৭) বাংলাদেশী পাসপোর্টের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে গত ১৯.০৭.২০১৮ তারিখে জার্মান ভিত্তিক ০১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(১৮) সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে সহজে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৬.০৪.২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ০১টি পাসপোর্ট বুথ চালু করা হয়েছে।

(১৯) পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত ১৫টি বাংলাদেশ মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং চালু করা হয়েছে।

(২০) সমসাময়িক বিষয়াবলির উপর নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে।

(২১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যুৎ ও পানি সাশ্রয়, কৃচ্ছতা সাধন ইত্যাদি বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে মত বিনিময় করা হয়ে থাকে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ফটোগ্যালারি



উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনের সেমিনার (৪ ডিসেম্বর ২০১৮)



উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনের সেমিনার (২৯ এপ্রিল ২০১৮)



উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন (২ এপ্রিল ২০১৯)



উদ্ভাবকগণের দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণের অংশ হিসেবে গত ২০ মে ২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের ইনোভেশন টিম এর সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং পরিদর্শন।



উদ্ভাবকগণের দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণের অংশ হিসেবে গত ২০ মে ২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের ইনোভেশন টিম এর সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং পরিদর্শন।



উদ্ভাবকগণের দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণের অংশ হিসেবে গত ২০ মে ২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের ইনোভেশন টিম এর সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং পরিদর্শন।



উদ্ভাবকগণের দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণের অংশ হিসেবে গত ২০ মে ২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের ইনোভেশন টিম এর সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং পরিদর্শন।



ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯-এ আগত অতিথিবৃন্দ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



ভিশন : মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

মিশন : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনী কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
১	প্রামাণ্য চিত্র ও টিভি ফিলার নির্মাণ।	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ভর একটি প্রামাণ্য চিত্র ও ৩টি টিভি ফিলার নির্মাণ পূর্বক প্রদর্শন।	জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাদকাসক্তের সংখ্যা হ্রাস পাবে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
২	এডিকশন প্রফেশনালদের মধ্য হতে কমপক্ষে ২৫০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ।	সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের মধ্য হতে কমপক্ষে ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।	মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার মান উন্নত হবে এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা যাতে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা হবে।	বাস্তবায়িত তবে বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানেও চলমান। (২০১৭-১৮)
৩	Online patient management system.	সারাদেশে নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তিকৃত রোগীদের হাল অবস্থা Real Time এ জানার জন্য Online patient management system সিস্টেম চালু করা।	মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সহজীকরণ হবে। আসক্তদের প্রকৃতি ও শ্রেণি সম্পর্কে জানা যাবে এবং আসক্তদের মাদক ভিত্তিক এবং বয়স ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন করা যাবে।	চলমান (২০১৭-১৮)
৪	Digital anti Narcotics campaign.	ফেসবুক/ইউটিউবের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত মাদক বিরোধী নাটক-নাটিকা, প্রমাণ্যচিত্র, ফিলার ইত্যাদি প্রচার করা। এছাড়া এলইডি ও কিওস্ক এর মাধ্যমেও উক্ত নাটক-নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র ও ফিলার প্রচারের ব্যবস্থা করা।	কম সময়ে স্বল্প খরচে বিপুল সংখ্যক মানুষকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সর্ম্পকে সচেতন করা সম্ভব।	চলমান (২০১৭-১৮)
৫	Dangerous Drugs Management system.	মাঠ পর্যায়ে প্যাথেডিন/মরফিন ব্যবহারের সঠিকতা নিরুপনে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। যেখানে প্রতিটি লাইসেন্সী তার তথ্যাবলী সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ইনপুট দিবেন। ফলে প্রধান কার্যালয় সহজেই তাদের হালনাগাদ তথ্য পাবে।	ডেঞ্জারাস ড্রাগস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	চলমান (২০১৭-১৮)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
৬	Participatory Anti Narcotics awreness campaign in School	শ্রেণি কক্ষে মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও/ডিজিটাল তথ্য (মানব দেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত) দেখানো হবে। ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হবে। এক গ্রুপ আর এক গ্রুপকে ০৫ থেকে ১০টি প্রশ্ন করবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন অফিসার/স্কুলের মাদকবিরোধী কমিটি বা কমিটির সদস্য Moderate করবে। বিজয়ী-বিজিত উভয় দলকেই টোকেন Gift দেয়া হবে। পুরো ক্লাসটি Facebook live এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। একটা Facebook পেজ থাকবে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ইভেন্টের ছবি ভিডিও Up-load করবে। মাদকবিরোধী Facebook গ্রুপ করে মাদবিরোধী অনুভূতি প্রকাশ করবে।	ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা মাদকবিরোধী কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত হবে। নিজেরা সচেতন হবে। অন্যদের সচেতন করবে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আনন্দ মুখর পদ্ধতিতে জানবে। মাদক সম্পর্কে কি করণীয় সে বিষয়ে আগ্রহী হবে/ভাববে। মাদকমুক্ত একটি তরুণ সমাজ গড়ে উঠবে।	চলমান (২০১৭-১৮)
৭	DNC officials overall performace, evaluation and monitoring system	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সার্বিক দক্ষতা মূল্যায়ন এবং তাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য সীমিত জনবল দ্বারা অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা, প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতা, গণসচেতনতা মূলক কার্যক্রমে পারদর্শিতা এবং স্টোকহোল্ডারদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক মাদকাসক্তদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদক হতে দূরে রাখার কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সার্বিক দক্ষতা মূল্যায়ন এবং তাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম মনিটরিং পূর্বক অধিদপ্তরের গতিশীলতা ও উন্নত ও মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।।	চলমান (২০১৭-১৮)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
		অগ্রগতি বিবেচনা করা। এটি অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও পুরস্কৃত করার প্রক্রিয়া।		
৮	ডিএনসি প্রধান কার্যালয়ে স্মার্ট ফ্রন্টডেস্ক।	ডিএনসি এর প্রধান কার্যালয়ে ফ্রন্ট ডেস্কে সুনির্দিষ্টভাবে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। যিনি প্রতি কর্মদিবসে সকাল ৯.৩০ হতে ১২টা পর্যন্ত সরাসরি/ফোনে/ই-মেইলে সেবা প্রার্থীর অনুসন্ধান অনুরোধ গ্রহণ করবেন। অতঃপর প্রাপ্ত অনুসন্ধান অনুরোধের মধ্যে পাইলটিং হিসাবে প্রথম ০২ মাস প্রথম ১০টি অনুসন্ধান অনুরোধ গ্রহণ করবেন। অনুসন্ধান অনুরোধে প্রাপ্ত আবেদন সমূহ তিনি সংশ্লিষ্ঠ ডেস্ক অফিসারের নিকট দুপুর ১২.১৫টার মধ্যে প্রদান করে তার প্রতিউত্তর দুপুর ৩টার সময় গ্রহণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ তিনি বিকাল ৪টা হতে ৫টা এই সময়ে অনুসন্ধানকারীর নিকট সরাসরি/ফোনে/এসএমএস/ই-মেইলে প্রদান করবেন।	সেবা প্রার্থীর সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বাড়বে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
৯	ডিএনসি লাইভ অপারেশনস মনিটরিং।	মাঠ পর্যায়ে/জেলা পর্যায়ে যে কোন অভিযানের সময় একটা Weblink/Andorid App এর মাধ্যমে User friendly Form এ Operations সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করলে প্রধান কার্যালয়ে Google Map এর API ব্যবহার করে Map এ Operations এর ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান সমূহে বিভিন্ন রঙে বিলিংক করবে এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ প্রিন্ট করা যাবে।	সমগ্র দেশে জেলা পর্যায়ে কর্মকতা ও কর্মচারীর তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়বে এবং Dash Board এর মাধ্যমে সরাসরি সমগ্র দেশের জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে। অভিযানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরাসরি প্রধান কার্যালয় থেকে মনিটরিং করা সহজ হবে ।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

➢ *মাদকবিরোধী প্রচারনা অভিযান*

(১) এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে:
মাদকবিরোধী প্রচারের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ডিভাইস নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দুটি কিওস্ক উদ্বোধন করেন।

(২) ডিজিটাল ভ্যান:
মাদকবিরোধী প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হচ্ছে ডিজিটাল ভ্যান। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চারটি ডিজিটাল ভ্যান উদ্বোধন করেন। এসব ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরে ১৫ দিনব্যাপী প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।

(৩) মাদকবিরোধী ফুটবল ম্যাচ:
"মাদকের বিরুদ্ধে ফুটবল' স্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন জেলায় মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে যা জনসাধারণের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে একটি কার্যকর ইভেন্ট হিসেবে কাজ করেছে।

(৪) ফেস্টুন:
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ভয়াবহতা রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' তুলে ধরে ৪০,০০০ (চলিশ হাজার) ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ তাৎপর্যবহ ফেস্টুনের শুভ উদ্বোধন করেন।

(৫) মাদকবিরোধী জেলা সমাবেশ:
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্থানীয় সংসদ সদস্য, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সাল থেকে মাদকবিরোধী জেলা সমাবেশ করে আসছে।

(৬) ফেইসবুক ভিত্তিক প্রচার:
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক পেইজ এবং ফেইসবুক লাইভ-এ প্রতিদিন আপলোড অব্যাহত রেখেছে।

(৭) টিভিসি ভিত্তিক প্রচার :
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৬টি মাদকবিরোধী টিভিসি তৈরি করে। উক্ত টিভিসিগুলো ১০টি টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন আকারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রচার করা হয়েছে।

(৮) মাদক নিয়ন্ত্রণ নিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় :

মাদক নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৮.০১.২০১৮ তারিখে মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য মন্ত্রণালয় ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১.০৩.২০১৮ তারিখে মাদকের বিরুদ্ধে তথ্য অভিযান শুরু হয় এবং রাত ৮:৫০ মিনিটে সকল টিভি চ্যানেলে ও রেডিওতে 'জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন' স্লোগানটি প্রচারিত হয়।

(৯) মাদকবিরোধী কমিটি :

মাদক বিশেষ করে ইয়াবার ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে তরুণ, যুব ও ছাত্র সমাজকে দূরে রাখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনপূর্বক মাদকবিরোধী প্রচার জোরদার করার লক্ষ্যে গত ১৩.০৩.২০১৮ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি সভা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটিগুলো মাদক নিরোধ কার্যক্রমে আরও সক্রিয় হয়।

➢ *মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নতুন গতিশীলতা*

(১) মাদকাসক্তি নিরাময়ে ইকো প্রশিক্ষণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এডিকশন প্রফেশনালগণ বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিতদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। Colombo Plan International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর এরূপ ১৪জন ব্যক্তিকে ৯টি কারিকুলামের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ইকো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে মনিটরিং :

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের নিয়মিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে গত ২৪.৫.২০১৭ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখ এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে ২৯.০১.২০১৮ তারিখ এ ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরণের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ায় বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের অনেক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সহজে দূর করা হচ্ছে। ফলে মাদকাসক্তি রোগীদের চিকিৎসা সেবার পরিধি ও মান উন্নয়ন হচ্ছে।

(৩) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র মনিটরিং :

মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করছেন এবং পরিদর্শনের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা প্রদানের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা হচ্ছে।

(৪) সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সহজীকরণ:

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থানান্তরের জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের লাইসেন্স স্থানান্তরের ক্ষমতা দিয়ে কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার সহজীকরণ করা হয়েছে।

(৫) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি :

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ মাদকাসক্ত রোগী রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে তাদের চিকিৎসার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এ জন্য সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এ পর্যন্ত মোট ২৫০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ফলে মাদকাসক্ত রোগীরা সহজেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এবং সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) কেন্দ্রিয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ:

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সদয় পরামর্শ অনুযায়ী মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ১৮.০১.২০১৮ তারিখে ঢাকাস্থ কেন্দ্রিয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৫০ হতে ১০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ব্যতীত বাকী ০৭টি বিভাগীয় শহরের প্রতিটিতে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাদককে না বলুন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফটোগ্যালারি



মাদকবিরোধী গণ সচেতনামূলক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি



মাদকবিরোধী গণ সচেতনামূলক অনুষ্ঠানে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ



ভারত বাংলাদেশ মহাপরিচালক পর্যায়ে আলোচনা



মহাপরিচালক ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



ভিশন : বাংলাদেশী নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা।

মিশন : বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি সমুজ্জল করা এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশী নাগরিকদের সহজে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভিসা প্রদান, ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্ট সমূহে ই-গেইট (e-Gate) প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
১	ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা প্রদান।	পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের দর্শনীয় স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় শর্ত ও তথ্যাবলী প্রর্দশন করা হচ্ছে। ফলে পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অন্য কারো সহায়তা প্রয়োজন হয় না। আবেদনকারী নিজেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পাসপোর্ট ও ভিসার আবেদন জমা করতে পারছেন।	সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
২	ভিসা শাখায় ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল সিস্টেমে Queue (কিউ) ব্যবস্থাপনা চালু করা।	ভিসা প্রার্থীদের ক্রম ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া আবেদন নিষ্পত্তির অবস্থান ট্র্যাক করা সম্ভব হয় না। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ভিসা সেবা প্রার্থীদের মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভিসা শাখায় আগত বিদেশি নাগরিকরা ই-টোকেন গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময়ে সুশৃংঙ্খলা পরিবেশে ভিসা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। এতে ভিসা সেবা গ্রহিতার হয়রানি ও ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।	আধুনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৩	IP ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা।	IP ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হচ্ছে।	দাপ্তরিক প্রয়োজনে যোগাযোগ সহজিকরণ।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৪	দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডিপ্লোমেটিক সেন্টার স্থাপন।	ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট গ্রহণ করতে হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ যেতে হয়। এজন্য দ্রুত পাসপোর্ট দিতে বিলম্ব হয়। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পার্সনালাইজেশন সেন্টার হতে পার্সনালাইজড পাসপোর্ট ডাক যোগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এতে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট গ্রহীতাকে পাসপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হয় না। প্রধান কার্যালয়ে ডিপ্লোমেটিক	ডিপ্লোমেটিক সেন্টার স্থাপন করে দ্রুত সেবা প্রদান।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
		সেন্টার স্থাপন করে দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।		
৫	পাসপোর্ট সহায়িকা এপ্স তৈরী।	মানুষ এখন প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশেও স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে ফলে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী এপস ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশা সেবা প্রার্থীদের মধ্যে তৈরী হচ্ছে। পাসপোর্ট সহায়িকা এপ্সের মাধ্যমে আবেদনকারী মোবাইলেই পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাবেন।	আবেদনকারী সহজে মোবাইলেই পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাবেন। এতে দালালের প্রভাব রোধ করা সম্ভব হবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
৬	"পেপারলেস পাসপোর্ট ইস্যু ও বিতরণ প্রক্রিয়া" ব্যবস্থাপনা চালু করা।	পাসপোর্টের আবেদনে ফরম পূরণ, সত্যায়ন, ছবি তোলা, চাহিত তথ্যাদি ফটোকপি করা, স্ট্যাপলিং, আঠা লাগানো ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন ঝামেলাপূর্ণ, ফলে আবেদনকারী বর্ণিত কার্যক্রমকে সহজে করতে দালাল বা মধ্যসত্ত্বভোগীদের সহায়তা নিতে উদ্যোগী হয়। এ সুযোগে দালাল বা মধ্যসত্ত্বভোগীরা আবেদনকারীকে বিভ্রান্ত করে। এছাড়াও মোট ২০ টি ধাপে পাসপোর্ট ইস্যু হয় । এতে সেবা দানে বেশী সময় ব্যয় হয়।	'পেপারলেস পাসপোর্ট ইস্যু ও বিতরণ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা' চালু করা হলে পাসপোর্ট ইস্যু ও বিতরণ প্রক্রিয়াটি ৯/১০টি ধাপে সম্পন্ন করা যাবে। সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে এবং দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট ইস্যু ও বিতরণ করা সম্ভব হবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
৭	প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ "কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন"।	জেলার অনেক প্রত্যন্ত এলাকা হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসগুলোতে এসে তথ্য জানতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। অনেক সময় তথ্যের জন্য সেবা গ্রহীতা অফিসে না এসে দালাল বা মধ্যসত্ত্বভোগীদের সহায়তায় ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়ে হয়রানির শিকার হয়। হেল্পলাইনসহ "কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন" চালু করা হলে দুর দুরান্ত থেকে কেবল পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসে যেতে হবে না। হেল্প লাইনে ফোন করেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।	হেল্প লাইনের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা প্রদান।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
৮	সুপার এক্সপ্রেস পাসপোর্ট সার্ভিস চালু করা।	অতি জরুরি প্রয়োজনে রি-ইস্যু পাসপোর্ট আবেদন ৪৮ ঘন্টায় প্রদানের ব্যবস্থা করা।	অতি জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা প্রদান।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম :
আন্তর্জাতিক পোস্টাল সার্ভিসের (FedEx) মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশনসমুহে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণ।

২। কীভাবে যাত্রা শুরু : প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিদেশে মিশন/ দূতাবাসে পাসপোর্টের আবেদন করলে, আবেদনগুলো বাংলাদেশে অনলাইনে প্রেরণ করা হয় প্রিন্টের জন্য। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার হতে পাসপোর্ট মুদ্রণের পর মুদ্রিত পাসপোর্ট ডাক যোগে প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে সংশ্লিষ্ট মিশনে/ দূতাবাসে প্রেরণ করা হতো। এতে ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতো। অধিদপ্তরের তৎকলীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাসুদ রেজওয়ান পিএসসি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়ের সম্মতিক্রমে বিদেশে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সেলিনা বানুকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডেক্সের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ফেডেক্স ২ এপ্রিল ২০১৭ হতে কার্যক্রম শুরু করে। এই উদ্যোগের ফলে এখন আর বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্টের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় না।

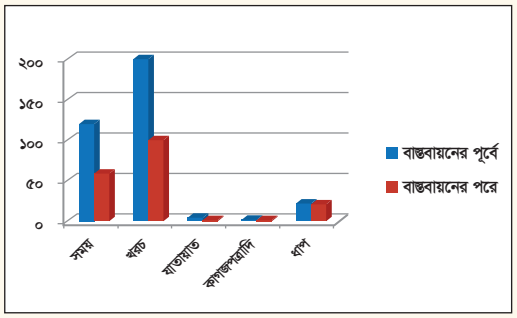
উদ্যোগটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের কাষ্টমস ক্লিয়ারেন্স পেতে জটিলতা সৃষ্টি হত। অধিদপ্তর কর্তৃক দাপ্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা হয়।

৩। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট পেতে ২/৩ মাস অপেক্ষা করতে হতো। এতে অসেক সময় প্রবাসীদের ভিসা জটিলতায় পড়তে হতো। প্রবাসী বাংলাদেশিরা পাসপোর্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির বিষয়টি সমাধানের জন্য বেসরকারি আন্তর্জাতিক পোস্টার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়া চালুর ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বল্প সময়ে পাসপোর্ট পাচ্ছেন এবং ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা ও অবৈধ হওয়ার শংকা দূর হয়েছে।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া : উপকার ভোগীরা এই আধুনিক পদ্ধতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

৫। গ্রাফ বিশ্লেষণ: টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন










৬। উদ্ভবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	গ্রুপ ছবি
১। জনাব সেলিনা বানু, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।	
২। জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন খান পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।	
৩। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, স্কোয়াড্রন লীডার, এমআরপি এন্ড এমআরভি প্রকল্প।	
৪। জনাব মোঃ শামীম হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	
৫। জনাব মোঃ ফজলে করিম প্রধান সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।	
৬। জনাব এ কে এম মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।	

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

(১) পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদযাপন

পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি কখন, কিভাবে জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কথিত দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাচ্ছে।

(২) প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ

কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২.০৪.২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ০২ থেকে ০৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

(৩) অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ

পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হয়রানি ও জালিয়াতি রোধ করা সহজ হয়েছে।

(৪) পৃথক কাউন্টার স্থাপন

বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ সেবাপ্রার্থীদের জন্য পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে।

(৫) অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ

পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।

(৬) গণশুনানী আয়োজন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানী অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। গণশুনানীর মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(৭) হেল্পডেস্ক স্থাপন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্পডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৮) মোবাইল এসএমএস সার্ভিস

পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এসএসএম'র মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদেরকে অবহিত করা হয়। পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে। পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।

(৯) ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান

এমআরপি ও এমআরভি সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১০) ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান

প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

(১১) বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে পৃথক বুথ স্থাপন

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মচারি ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে ০২টি পৃথক বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

(১২) মোবাইল টিমের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থী গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ

পাসপোর্ট অফিস হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ্য সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে অসুস্থ্য ব্যক্তিবর্গ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(১৩) সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে দেশে বিদেশে এমআরপি ও এমআরভি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ৬৯টি অফিস এবং বিদেশের ৭১টি মিশন/দূতাবাসে এমআরপি/এমআরভি সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে সাপোর্ট সেলেই ই-মেইল প্রেরণ করা হয়। ই-মেইলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অতি দ্রুত সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।

(১৪) ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ

ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে।

(১৫) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবাপ্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারে।

(১৬) ওয়েটিং রুম স্থাপন

পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে বিশেষ নির্মিত নাটিকা প্রচার করা হয়ে থাকে।

(১৭) অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধি সেবাপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধি সেবাপ্রার্থীদের জন্য অধিদপ্তরের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে তারা নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের মাধ্যমে আবেদন ফরম জমা ও এনরোলমেন্টের কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে পারছেন।

(১৮) বাংলাদেশ ভূখন্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎ ১১, ১৮, ৫৫৪ জন রোহিঙ্গার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফলে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কেউ বাংলাদেশী পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে সংশিষ্ট ডাটাবেজ যাচাই করে সহজেই তা সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

(১৯) মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন

মালয়শিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্রুত সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশনকে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিকের পাসপোর্ট/ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

পার্সপোর্ট নাগরিক অধিকার
জনসেবাই অঙ্গীকার।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ফটোগ্যালারি



'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার।



'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক মহোদয়



'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার।



"নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ে দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



ভিশন : অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

মিশন : দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/বাস্তবায়িত
১	অনলাইনে বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ।	প্রস্তাবিত বহুতল ভবন নির্মানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রদত্ত অনাপত্তি সনদ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান।	এটি একটি নাগরিক সেবা। সেবাটি অনলাইনে প্রদানের ফলে নাগরিকের TCV কমে গেছে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পেয়ে সেবার মান (Quality) বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
২	ই-ফায়ার লাইসেন্স (e-Fire License) চালুকরণ।	ই-ফায়ার লাইসেন্স (e-Fire License) চালুকরণের মাধ্যমে অনলাইনে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান।	এটি একটি নাগরিক সেবা। সেবাটি অনলাইনে প্রদানের ফলে নাগরিকের TCV কমে গেছে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পেয়ে সেবার মান (Quality) বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৩	জেলা/বিভাগ হতে অধিদপ্তরে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ কার্যক্রম সহজীকরণ।	জেলা/বিভাগ হতে অধিদপ্তরে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ কার্যক্রম সহজীকরণ।	এটি একটি দাপ্তরিক সেবা সেবাটি সহজিকরণের ফলে দাপ্তরিক কাজে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্ষিপ্ত হয়েছে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং সময় সাশ্রয় হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজ হয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৪	ফায়ার রিপোর্ট (Fire Report) প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ।	অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধার সম্বলিত ফায়ার রিপোর্ট অনুমোদন ও প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ।	এটি একটি নাগরিক সেবা। সেবাটি সহজীকরণের ফলে নির্দিষ্ট ক্লাস্টারের নাগরিকের TCV কমে গেছে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পেয়ে সেবার মান (Quality) বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৫	অনলাইন/ওয়েববেইজড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।	অনলাইনের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্যসম্বলিত ডাটাবেইজ চালুকরণ।	অনলাইনে সেবাটি প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের পেনশন, পদোন্নতি সহ তাদের প্রাপ্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষের সময়ক্ষেপণ রোধ পাবে অন্যদিকে কর্মীগণের সময় সাশ্রয় হবে, ব্যয় হ্রাস পাবে এবং ভোগান্তি কমবে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/বাস্তবায়িত
৬	ফায়ার সেফটি ট্রেনিং ও মহড়ার দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ।	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ।	প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে TCV কমে যাবে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। নাগরিককে প্রদত্ত সেবার মান (Quality) বৃদ্ধি পাবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
৭	০৬ মাস মেয়াদি ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্স এর দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ৬ মাস মেয়াদি ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ।	প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নাগরিকদের TCV কমে যাবে এবং প্রদত্ত সেবার মান (Quality) বৃদ্ধি পাবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
৮	অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার ডাটাবেজ ও প্রতিবেদন অনলাইনে তৈরিকরণ।			বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)

জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

– নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ

উদ্ভাবনের শিরোনাম:
অনলাইনে ফায়ার লাইসেন্স (e-Fire Licence) প্রদান

দাহ্যবস্তুর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মজুদের জন্য ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক নাগরিকদের সরাসরি প্রদত্ত একটি সেবা। এ সেবা গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকগণ ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষত অগ্নিঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশপত্র এবং তা বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা পায়। উপরন্তু ফায়ার লাইসেন্স বাবদ আদায়কৃত ফি সরকারি কোষাগারে জমা হয়।

প্রচলিত পদ্ধতিতে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা বিরাজ করছিলো। এতে একজন সেবা প্রত্যাশীকে সেবাটি পেতে ০৭ বা ততোধিক বার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ে আসা যাওয়ার কারণে অনাকাঙ্খিত-ভাবে অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হতো। ফলে অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতার মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতো। তাছাড়া সেবাপ্রত্যাশী ব্যক্তি সেবার প্রক্রিয়া, সেবা প্রাপ্তির সুনির্দিষ্ট সময়কাল, সেবামূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতেন না বিধায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হতো।

২০১৬ সালে এটুআই এর পরিচালনায় খুলনার ০৫ দিনের উদ্ভাবনী কর্মশালায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় একই বছরের ডিসেম্বর মাসে অধিদপ্তর ০২টি ০২দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এ সকল কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রদানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৃষ্টিভংগীর যে পরিবর্তন সাধন হয়েছে তা পরবর্তী উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের উৎসাহ হিসেবে কাজ করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় গঠিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম প্রচলিত পদ্ধতিতে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানে বেশ কিছু অসুবিধা চিহ্নিত করত সেগুলো দূরিকরণে মেন্টরদের সাথে পরামর্শ করে কয়েকটি প্রস্তাব রাখে। এগুলো হলো-

- সেবাটি অনলাইনে প্রদানের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় করা যেতে পারে;
- প্রতিটি ধাপে নোটিফিকেশন পাবার মাধ্যমে সেবার অগ্রগতি সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাকে অবহিত করা যেতে পারে;
- তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে অনলাইনে সেবাটি গ্রহণ সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত হতে পারবেন;
- অনলাইনে যাচাইকৃত চালান গ্রহণ করার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি কমানো যেতে পারে;

অনলাইন ফায়ার লাইসেন্স একটি সিস্টেম ইনোভেশন বিধায় এতে মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রায় ৫ শত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একযোগে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব না হলেও ইতোমধ্যে ২ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে। নেটওয়ার্কের গুণগত মানের উন্নয়নে সদর দপ্তরে ব্যান্ডউইথ বাড়ানো হয়েছে। কর্মকর্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিবছর লক্ষাধিক সেবাগ্রহীতা এ সেবা গ্রহণ করে যাদের নতুন সিস্টেমের সাথে পরিচিত করে তোলাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচার-প্রচারণার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

অনলাইনে সেবাটি প্রদানের জন্য সফ্টওয়্যার ডেভেলপ করার পর তা টেকসই করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীগণ অনলাইন সেবাটি ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়ে অধিদপ্তর হতে অফিস আদেশ জারি করা হয়।

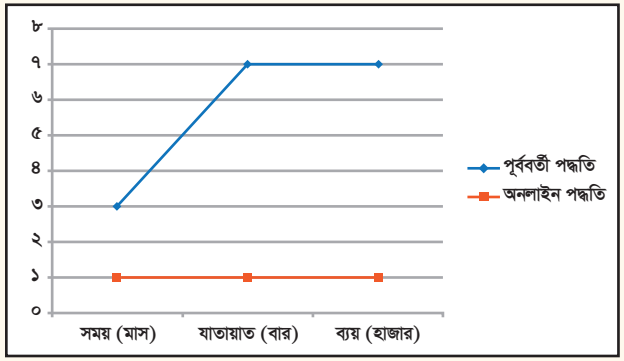
ফায়ার লাইসেন্স সেবা প্রদান অনলাইনকরণের মাধ্যমে প্রায় লক্ষাধিক সেবাগ্রহীতাকে সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য কল্যাণ বয়ে এনেছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বহুবার ভিজিট করতে হলেও অনলাইন ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতা শুধুমাত্র একটি ভিজিটে সেবাটি নিতে সক্ষম হচ্ছেন। ফলে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করে সেবাটি পাবার পাশাপাশি সেবামূল্য ব্যতীত অন্যান্য খরচ (যেমন-যাতায়াত, পানাহার, অবস্থান ইত্যাদি) প্রায় ৮০-৯০% কম করতে হচ্ছে। এতে দীর্ঘমেয়াদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সেবা গ্রহীতার সময়, ব্যয় ও ভিজিট হ্রাস পেয়ে ভোগান্তি দূর হবে।

অনলাইন ফায়ার লাইসেন্স পদ্ধতিটি পরীক্ষালব্ধ একটি পদ্ধতি। বর্ণিত অনলাইন ফায়ার লাইসেন্স সেবাটি উপকারভোগী বা অংশীজনগণ কিভাবে গ্রহণ করেছেন তা জানার জন্য রেজিষ্ট্রার ও দাপ্তরিক পোর্টালে 'আপনার মতামত' কর্নার খোলা হয়। তবে জনবান্ধব যে কোন সেবা প্রদানের সিস্টেম-এ পরিবর্তনের সফলতা নির্ভর করে জনগনের শিক্ষার মান, নতুন সিস্টেম-কে গ্রহণ করার মানসিকতা, পুরনো সিস্টেমের প্রতি মানষিক নির্ভরশীলতা, ডিভাইস ভীতি ইত্যাদির উপর। আর উপকারভোগী বা অংশীজনের এ ভীতি দূরিকরণে ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রচারের পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একবার যারা ব্যবহার করেছে তারা সিস্টেমটি সম্পর্কে ভূয়সি প্রসংশা করেছেন।

টেবিল-চিত্রে তুলনামূলক বিশেষণ:

	বিদ্যমান সিস্টেম	অনলাইন সিস্টেম
Time (সময়)	৩ মাস	১ মাস
Visit (যাতায়াত)	৭ বার	০১ বার
Cost (যাতায়াত ও আপ্যায়ন ব্যয়)	৭ হাজার	১ হাজার

গ্রাফ চিত্রে তুলনামূলক বিশেষণ:



ই-ফায়ার লাইসেন্স রেপ্লিকেটিং:













উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার
জনাব শামীম আহসান চৌধুরী, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম
জনাব মোঃ আকরাম হোসেন, সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম
জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন খান, উপসহকারী পরিচালক (রিফর্ম সেল) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম
জনাব খন্দকার আঃ জলিল, উপসহকারী পরিচালক (ফায়ার সেফটি সেল) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম
জনাব মোঃ শাহজাহান শিকদার, সিনিয়র স্টেশন অফিসার (রিফর্ম সেল) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম
জনাব মোহাম্মদ মামুন, সিনিয়র স্টাফ অফিসার (ভা:) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম
জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম, স্টেশন অফিসার (আইটি সেল) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

(১) বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ প্রদান:

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত ২২.০৯.২০১৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি মোট ৮৫৯ জন আহত ও অসুস্থ্য রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্সযোগে নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

* কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত কুতুপালং এবং টেকনাফ এলাকায় ২টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনদ্বয়ের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরসমূহে সংঘটিত ৪৫টি অগ্নিকাণ্ডসহ ০২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ০২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং ১০টি অন্যান্য প্রকৃতির দুর্ঘটনায় যথাসময়ে সাড়া প্রদান করা হয়েছে।
* রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী ১৫০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* রোহিঙ্গা শরণার্থীবৃন্দের বায়োমেট্রিক নিবন্ধীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।





(২) ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতায় ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রমঃ

ভারী বর্ষণসহ অন্যান্য নানাবিধ কারণে ঢাকা মহানগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। জলাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ লাঘবকল্পে ফায়ার সার্ভিসের 'বয়া' ব্যবহার করে জনসাধারণকে জলমগ্ন রাস্তা পারাপারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।





(৩) জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশগ্রহণ:

* ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ অন্যান্য বাহিনীর সাথে এ পর্যন্ত মোট ১৯টি জঙ্গি বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে ১১.০৫.২০১৭ তারিখে পরিচালিত জঙ্গি বিরোধী অভিযানে ফায়ারম্যান মো: আবদুল মতিন শাহাদত বরণ করেন।

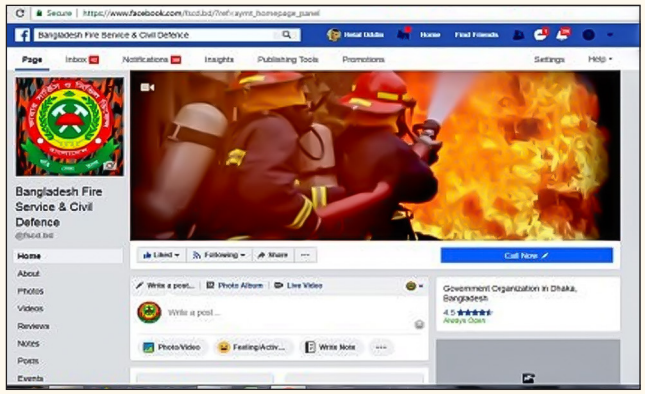
* জঙ্গিবিরোধী অভিযানের বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিসের ১৯৯ জন সদস্য র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল এবং এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার হতে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।





(৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমঃ

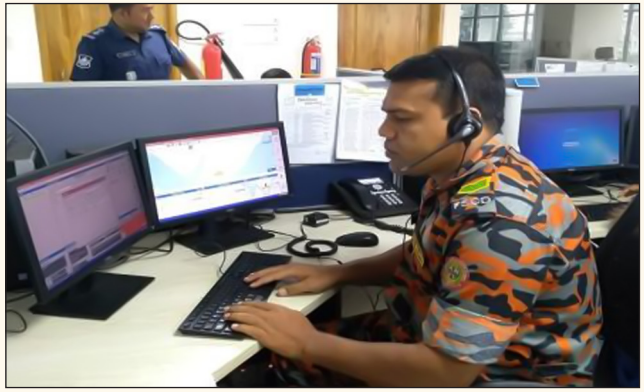
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ফেইসবুকের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে। এর মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের প্রতিক্রিয়া, সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী আইডিয়া, মতামত ইত্যাদি বিশেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জারের ভিডিও কলিং সুবিধা ব্যবহার করে অপারেশনাল কাজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শেয়ার করা হচ্ছে।





(৫) ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯'এ দায়িত্ব পালনঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর গত ১২.১২.২০১৭ তারিখ থেকে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস-এ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উক্ত সার্ভিসের আওতায় ৫৭৮৭ টি অগ্নিকান্ড এবং ২৯৯৭ টি দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ যথাসময়ে সাড়া প্রদান করেছে।





(৬) ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া প্রদান:

* বিগত ২০১৭-২০১৮ বছরে সারাদেশে সৃষ্ট মোট ৪৭টি ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনায় সাড়া প্রদান করে নিহত ১৯ জনের মরদেহ এবং আহত ৯২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

* ২২ ও ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ঢাকা মহানগরী এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখি ঝড়ে বহু গাছপালা ভেঙ্গে ও উপড়ে গিয়ে জনজীবন ও যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় রাস্তায় পতিত হওয়া গাছপালা কেটে ও অপসারণ করে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।





(৭) রোড রেসকিউ কার্যক্রম:

দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কের ৯৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ উদ্ধারযান এবং এ্যাম্বুলেন্সসহ নিয়মিত ডিউটি করছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ পরিচালনা ও এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানসহ যানবাহনের গতিবেগ সীমিত রাখার জন্যও এসব পয়েন্ট থেকে নিয়মিত প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।





(৮) পাহাড় ধসে উদ্ধার কার্যক্রম:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মোট ৫২টি পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় সাড়া দিয়ে নিহত ৯১ জনের মরদেহ এবং আহত ৫২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।





(৯) বন্যা দুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম:

বিগত ২০১৭-২০১৮ সালের বন্যায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বাহিনী বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। এছাড়া, ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ হতে বাঁধ সংরক্ষণ এবং বাঁধ মেরামতের কাজেও স্থানীয় জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।




(১০) দুর্ঘটনা কবলিত/আটকে পড়া পশুপাখি উদ্ধার:

* গত ২৭.৪.২০১৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসু ভবনের সম্মুখস্থ এলাকায় ০১টি বসন্ত বাউবি পাখি বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ দুর্ঘটনা কবলিত পাখিটিকে দ্রুত উদ্ধার করে ।
* গত ১৯.৩.২০১৮ তারিখে বগুড়া জেলার ধুনটের ০১টি পরিত্যক্ত কূপে ০১টি ছাগল পড়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থায় প্রাণিটিকে উদ্ধার করা হয়।
* গত ২০.৫.২০১৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকার একটি গাছে ০১টি বাজপাখি আহত অবস্থায় আটকা পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ কর্তৃক বাজ পাখিটিকে গাছের মগডাল থেকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ।
* গত ২৬.৯.২০১৫ তারিখে ঢাকা মহানগরীর লালবাগ এলাকায় এক রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানির পশুকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবাহিনী কর্তৃক উদ্ধার করা হয়।
* গত ১১.৫.২০১৮ তারিখে উত্তরা আবাসিক এলাকার ১৪ নং সেক্টরের ১৭ নং রোডের ৮২ নং বহুতল ভবনের কার্নিশে একটি বিড়াল আটকে পড়ে । সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ বিড়ালটিকে দ্রুত উদ্ধার করে।




(১১) পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষ্যে যাতায়াতকারী বৃদ্ধ, শিশু, অসুস্থ্য ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানঃ

পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষে রাস্তাঘাটে প্রচুর ঘরমুখী মানুষের জনসমাগম হয়। প্রচন্ড ভীড়ে মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু এবং অসুস্থ্য ব্যক্তিবর্গের খুব কষ্ট হয়। এই কষ্ট লাঘবকল্পে ২০১৮ সনে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের সময় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে মাওয়া ও পাটুরিয়া ঘাটে বিশেষ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু এবং অসুস্থ্য ব্যক্তিবর্গকে বাস/লঞ্চ/ফেরি ইত্যাদি যান থেকে নামা ও উঠার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ সহায়তা প্রদান করেছে।





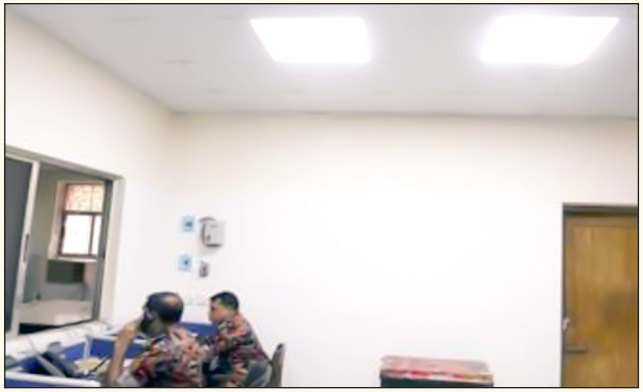
(১২) ধুমপানমুক্ত এলাকাঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের হেডকোয়ার্টার সহ আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্টেশনকে ধুমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, ঐ সব দপ্তর/ স্টেশনসমূহের দর্শনীয় স্থানে 'ধুমপানকে না বলুন' শীর্ষক স্টিকার লাগানো হয়েছে।



(১৩) বিদ্যুৎ ব্যবহারে গৃহীত পদক্ষেপঃ

অফিস ত্যাগ করার পূর্বে বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে যা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। হেডকোয়ার্টারসহ সকল দপ্তর এবং ফায়ার স্টেশনে সিএফএল ও এলইডি বাতি আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করার রীতি চালু করা হয়েছে।



(১৪) কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ:

দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং উদ্ধার কাজ পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিস বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহয়তা প্রদানের জন্য ৪০,৩৭১ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতপূর্বক তাদেরকে দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



(১৫) এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস:

ফায়ার সার্ভিসের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৩, ৪০০ কলে সাড়া দিয়ে ১২, ৮১৬ জন রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতাল/ ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(১৬) সার্ভে কার্যক্রম:

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ১২৭৫ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ১০৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬৯২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ৪৩৩টি হাসপাতাল/ক্লিনিক, ৩২৫টি আবাসিক হোটেল এবং ২৬টি মিডিয়া সেন্টার সার্ভের মাধ্যমে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি'র ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ফটোগ্যালারি



ই-ফায়ার লাইসেন্স কার্যক্রম উদ্ভোধন করছেন তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়



চট্টগ্রামে ই-ফায়ার লাইসেন্স কার্যক্রম পরিদর্শণ করছেন পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)



উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথি বৃন্দ



উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে আগত অতিথি



উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা



২ দিনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাবৃন্দ

দুর্ঘটনা দুর্যোগে
সবার আগে সবার সাথে।

কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



ভিশন : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ।

মিশন :

- বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা
- কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃংখলা বজায় রাখা
- বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ করা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত করা এবং
- একজন সুনাগরিক হিসাবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কারা অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
১	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।	দেশের কারাগারসমূহে Standard Leave Form প্রেরণ করা হয়েছে এবং ব্যবহার শুরু হয়েছে, যার সুফল সকলেই পাচ্ছে।	নির্ধারিত ফরমে সহজে ছুটির আবেদন করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
২	এসএমএস এর মাধ্যমে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ।	নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগ' ২০১৭ এর আবেদন জমা নেওয়া হয়েছে।	নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সহজীকরণ।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৩	ডে-কেয়ার সেন্টার চালু।	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ০৮ টি কারাগারে ইতোমধ্যে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।	শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালন হবে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৪	কারা হাসপাতালে সুষ্ঠু মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালুকরণ।	টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে।	সুষ্ঠু মেডিকেল রেকর্ড কিপিং এর মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ সহজ হয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৫	ফেসবুকে অভিযোগ দাখিল।	বন্দি ও সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানের নিমিত্তে ফেসবুকে BANGLADESH PRISON নামে একটি পেজ খোলা হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক উক্ত পেজে দাখিলকৃত অভিযোগ পর্যবেক্ষণ এবং নিষ্পত্তি করে থাকেন।	ফেসবুকে অভিযোগ নিষ্পত্তি করায় জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে।	বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৬	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ স্থাপন	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ স্থাপনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের অর্থায়নে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে মোবাইল ফোনবুথ স্থাপন করা হয়েছে। ২৮-৩-২০১৮ খ্রি. তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করেছেন।	বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের যোগাযোগ সহজতর হচ্ছে। জনসেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	পাইলটিং বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৭	কারা হাসপাতালে ডিজিটাল মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালুকরণ।	প্রাথমিকভাবে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে কারা হাসপাতালে আগত বন্দিদের জন্য Inmates Medical Record File তৈরী করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা	বন্দি রোগীদের রোগ সনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্যগত পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজতর হচ্ছে।	পাইলটিং বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
		হচ্ছে। পদ্ধতিটি ফলপ্রসূ হচ্ছে দেশের সকল কারাগারে কারা হাসপাতালে ডিজিটাল মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।		
৮	ই-সেবার মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাত প্রক্রিয়া সহজীকরণ।	Mobile Apps তৈরী হয়েছে। রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাইলটিং এর কাজ চলছে।	স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতে সময় কম লাগবে এবং দুর্ভোগ কমবে।	পাইলটিং বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
৯	ওয়েস্ট বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু।	কারা বিভাগে ০২টি ওয়েব বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে।	বন্দিদের যাতায়াত নিরাপদকরণ হবে।	পাইলটিং বাস্তবায়িত (২০১৭-১৮)
১০	আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালুকরণ।	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর এ ২টি কক্ষ বহিঃশব্দ নিরোধকরণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, কক্ষের ভিতরের ও বাইরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং আলোক প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য পূর্ত বৈদ্যুতিক উন্নয়ন কার্যক্রম কারা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই কর্তৃক নেটওয়ার্কিং ও আন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নধীন রয়েছে।	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ঝুকিমুক্ত হাজিরা প্রদান করা যাবে।	চলমান (২০১৭-১৮)
১১	বন্দিদের ডেটাবেজ তৈরী।	কারা অধিদপ্তর এবং UNODC-এর যৌথ উদ্যোগে কারা বন্দীদের জন্য একটি ডেটাবেইজ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হবে।	চলমান (২০১৭-১৮)
১২	ওয়েষ্টেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইউজেস।	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।	পচনশীল আবর্জনা জৈব স্যার এবং অপচনশীল আবর্জনা রিসাইক্লিং	চলমান (২০১৭-১৮)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
			এর মাধ্যমে কারা চত্বর আবর্জনামুক্ত রাখা যাবে। উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।	
১৩	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা প্রেরণ	বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা জমা দিতে তাদের স্বজনদের অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে সময় ও খরচ দুটোই অনেক বেশি লাগে।	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
১৪	ইলেকট্রনিক ডিসপ্লের মাধ্যমে জামিনের তালিকা প্রকাশ	বন্দির স্বজনদের জামিনপ্রাপ্ত বন্দির তথ্য জানাতে কাগজে লিখিত জামিনের তালিকা ঝুলিয়ে দেয়া হলে ও অনেক ক্ষেত্রে তা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এছাড়া ঝুলিয়ে দেয়া তালিকাটি আপডেট করা কিছুটা ঝামেলাপুর্ণ এবং অনেকসময় তা করাও হয় না এতে করে দুর্ভোগ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।	জামিনপ্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হলে তা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা সহজ হবে। এতে করে বন্দির স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব হবে ও বিভ্রান্তি দূর হবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
১৫	প্রিজন্স হেল্প লাইন	কারাগার ও বন্দি সংক্রান্ত তথ্য সহজে ও দ্রুত যে কোন স্থান থেকে জানার সুনির্দিষ্ট কোন মাধ্যম নেই।	প্রিজন্স হেল্প লাইনের মাধ্যমে কারাগার ও বন্দি সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য সহজে ও দ্রুত পাওয়া যাবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
১৬	ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাত	জনাকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে কোলাহলের কারণে স্বজনদের সাথে বন্দির সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।	ইন্টারকমের মাধ্যমে দেখা সাক্ষাত পদ্ধতিতে কোলাহলবিহীন পরিবেশে অর্থবহ সাক্ষাত সম্ভব হবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)
১৭	আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব।	আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল ব্যবহৃত হলে ভিজিটর/বহিরাগত এবং বন্দির নিরাপত্তা প্রদান সহজ হবে।	বাস্তবায়নাধীন (২০১৮-১৯)

কারা অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ

উদ্ভাবনের নাম :

"Prison link – Smart Communication System for Inmates & Relatives"

পটভূমি ও বিদ্যমান সমস্যা :

বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে নিয়মিত ধারণ ক্ষমতার প্রায় ৩/৪ গুণ বন্দি অবস্থান করে। আদালতে হাজিরা ও প্রশাসনিক কারণে অনেক সময়ই বন্দিকে নিজ জেলা থেকে অনেক দূরবর্তী কারাগারে অবস্থান করতে হয়। গড়ে প্রায় ৮০ হাজার বা ততোধিক বন্দির আত্মীয়-স্বজনকে ব্যবসা/চাকুরি/জীবিকার ক্ষতি করে যানজট পেরিয়ে এবং অর্থ খরচ করে স্বশরীরে ভ্রমণ করে দেখা করতে আসতে হয়। বিশেষ করে অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অবহেলিত জনগণের পক্ষে এই বাধাগুলো অতিক্রম করে সাক্ষাতে আসা প্রায় অসাধ্য হয়ে যায়। বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সংকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে ধারণ ক্ষমতার বহু গুণ বেশি বন্দি একসাথে গাদাগাদি করে দেখা করতে গিয়ে প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ব্যাপার ঘটে বিদেশী বন্দিদের ক্ষেত্রে। তাদের আত্মীয়-স্বজন সাক্ষাতে আসার কোন সুযোগ সাধারণত থাকে না। ফলে তারা পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে।

উদাহরণ : অনেক বন্দির বৃদ্ধ/অসুস্থ পিতা-মাতা বা ছোট বাচ্চা সহ পর্দানশীন স্ত্রী এসব কারণে একটা সময় আর দেখা করতেও আসতে পারেন না। তাছাড়া, এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে যে বন্দির নিজ জেলা থেকে অনেক দূরের বা দেশের অন্য প্রান্তের কারাগারে বন্দিকে মামলা সংক্রান্ত কাজে স্থানান্তর হতে হয় বা দিনের পর দিন অবস্থান করতে হয়। এতে স্বশরীরে যাতায়াত করাটা আরো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। কাশিমপুরে দেশের একমাত্র মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারটিতে যত মহিলা অবস্থান করেন, তাদের সিংহভাগের বাড়িই কাশিমপুর বা গাজীপুর নয়। ফলে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা সাক্ষাত করতে আসতে অনেক বেগ পেতে হয়। কাশিমপুরের আরো তিনটি কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দিদেরও একই অবস্থা। তাছাড়া, এমনটাও দেখা যায় যে, কষ্টসাধ্য ভ্রমণ শেষে একজন আত্মীয় কাশিমপুরে এসে জানতে পারেন যে বন্দি ২দিন আগে দূরের এক কারাগারে বদলি হয়েছে মামলায় হাজিরার জন্য বা অন্য কারণে। ফলে তাদেরকে তথ্য জানানোসহ এ সংক্রান্ত কাজে কারা কর্তৃপক্ষকে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়।

অনুপ্রেরণার উৎস :

সামান্য তথ্য জানা বা জানানোর প্রয়োজনেও কারাগারে আসা যাওয়া করতে হয়, যা বন্দির আত্মীয়-স্বজন এর পাশাপাশি কারা কর্তৃপক্ষের উপরও অহেতুক কাজের চাপ বৃদ্ধি করে ফলে কারাগারের মূল দায়িত্ব সংশোধন কাজ ব্যহত হয়। কারাগারে বন্দির সংখ্যাধিক্য ও সাক্ষাত কক্ষের সংকীর্ণতার ফলে দেখা-সাক্ষাত অর্থবহ হয়ে উঠে না। ফলে অনেক সময় কারা কর্তৃপক্ষ বন্দিদের আত্মীয় জনসাধারণের বিশেষ করে অতিবৃদ্ধ ও মহিলা/শিশুদের দুরবস্থা দৃষ্টে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের মূল সমস্যা অনুধাবন করেন এবং শুধু সামান্য একটু তথ্য প্রদানের জন্য তাদের কত কষ্ট করতে হয় এবং এই তথ্য প্রদানের একটি সহজ মাধ্যম হলে তারা কতটুকু কৃতজ্ঞ থাকবেন মর্মে জানতে পেরে তাদের জন্য একটি ফোন বুথ স্থাপনের জন্য অনুপ্রেরণা পান।

এই উদ্যোগ কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছে :

নারী, শিশু ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী এই সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং মূল ভুক্তভোগী। সঙ্গত কারণেই পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কারাবন্দি হলে নারীকে ব্যাপক আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়তে হয়। এর মধ্যে সংসারের দায়-দায়িত্ব ফেলে স্বশরীরে কারা প্রাঙ্গণে গিয়ে সাক্ষাত করা তার জন্য ব্যাপক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময় তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েও থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে, প্রায় সিংহভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে কারাগারে সাক্ষাত করতে নিয়ে যাওয়া হয় না। আর শারীরিক প্রতিবন্ধি বা অবহেলিত জনগোষ্ঠী প্রায় কখনোই কারাগারে সাক্ষাত করতে যাওয়ার সুযোগ পায় না। শারীরিক সীমাবদ্ধতা কারণে ইচ্ছা থাকলেও তারা যাতায়াত করতে পারে না, আর কারাগারেও তাদের জন্য আলাদা কোন সুবিধা থাকা সম্ভব পর হয় না। টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ফোন বুথ স্থাপনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি অধিকাংশে দূর হয়েছে এবং জনগণ স্বস্তির সাথে তাদের বন্দি আত্নীয়-স্বজনের সাথে কথা বলতে পারছেন।

কারা অধিদপ্তরের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

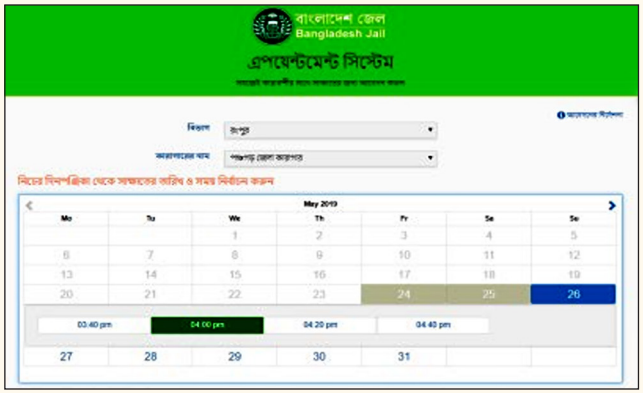
(১) প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন

কারাবন্দিদের সাথে তাদের নিকট আত্মীয়দের নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফোনে কথা বলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই প্রকল্পের সহায়তায় প্রিজন লিংক নামের ০১টি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৮.০৩.২০১৮ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে উক্ত প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৯৩০ জন কারাবন্দি তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে ফোনে কথা বলেছেন।



(২) কারাবন্দিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ

কারাবন্দিদের সাথে সাক্ষাৎ করার বিদ্যমান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ প্রিজনারর্স এ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম' নামের ০১টি মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এটি গত ১৭.১২.২০১৭ তারিখে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের যে কোন স্থান থেকে অনলাইন সংযোগের মাধ্যমে সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। এ্যাপসটির ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.prisonapp.com শর্ট লিংক goo.gl/qqzh93 অথবা ডাউনলোড লিংক: www.prisonapp.com/download। উক্ত এ্যাপসটি বর্তমানে এক হাজারের অধিক ব্যক্তি ব্যবহার করছেন।



(৩) কারাবন্দিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্তকরণ

কারাভোগ শেষে মুক্তি লাভের পর সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন: হস্ত শিল্প, তাঁত শিল্প, পাট শিল্প, কার্পেট ও পা-পোস শিল্প, কাঠ শিল্প, এ্যালুমিনিয়াম শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, মোজা শিল্প, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স শিল্প, প্রেস ও বাধাই শিল্প, বেকারি শিল্প, টেইলারিং ও কামার শিল্প, চামড়া শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতদ্বিষয়ে কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাসে ০১টি ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস এবং কাশিমপুর কেন্দ্রিয় কারাগার-২ এ ০১টি আধুনিক বেকারি চালু করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে রিজিলিয়ান্স গার্মেন্টস নামের ০১টি শিল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। কারাবন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% মুক্তিলাভের পর সংশিষ্ট কারাবন্দিকে প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) প্যারালিগাল এ্যাসিস্ট্যান্স সার্ভিস

সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরআরএসওপি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জার্মানভিত্তিক সংস্থা জিআইজেড এর সহায়তায় দেশের ৩১ টি কারাগারে প্যারালিগ্যাল নিয়োগপূর্বক কারাবন্দিদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ০১.০৬.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১,০৪,০০০ জন কারাবন্দিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬,৫৪০ জন বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের বিষয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) মেডিটেশন চালুকরণ

মেডিটেশনের মাধ্যমে বন্দিদের সুশৃঙ্খল হওয়া, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ।

(৬) বন্দি দরবার

প্রতিমাসে একবার বন্দিদের অভিযোগ/মতামত শোনার জন্য কারাবন্দিদের উপস্থিতিতে দরবার এবং আয়োজন করা।

(৭) সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ

বন্দিদের জন্য সুপেয় ঠান্ডা পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে কিছু কারাগারে ওয়াটারকুলার স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) অভিযোগ/অনুযোগ শ্রবণ
সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কারা মহাপরিদর্শক এর সাথে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ/অনুযোগ শ্রবণ ও সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৯) বিশুদ্ধ খাবার পানি
কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে অধিদপ্তর ভবনের প্রতি তলায় পানির ফিল্টার স্থাপন।

(১০) আবাসন প্রকল্প
কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা বিশিষ্ট প্লটের আবাসন প্রকল্প চালুকরণ।

(১১) নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ
নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে কারা অধিদপ্তরে Turned Stzle Access Control গেট স্থাপন।

(১২) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন
কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরের ভিতরে খেলাধুলার আয়োজন এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণ।

(১৩) শরীর চর্চার আয়োজন
বন্দিদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে শরীর চর্চার আয়োজন।

(১৪) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন
বন্দিদের বিনোদনের জন্য কারাভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(১৫) মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং
বন্দিদের মাঝে মাদক বিরোধী প্রচারণা পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং।

(১৬) কারা পাঠাগার স্থাপন
বন্দিদের পড়াশোনা, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে পাঠাগার স্থাপন।

(১৭) ডাস্টবিন স্থাপন
কারাভ্যন্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সুবিধার্থে ডাস্টবিন স্থাপন।

(১৮) ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান
কারাভ্যন্তরে নিরকর্ষ বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গহণ।

(১৯) নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান
কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান।

(২০) কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা

কারাভ্যন্তরে মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা।





(২১) সেলাই প্রশিক্ষণ

মহিলা বন্দিদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকরণ।

(২২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ

পুরুষ বন্দিদের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(২৩) সাক্ষাত কক্ষে ফ্যানের ব্যবস্থা

বন্দিদের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতকক্ষে পর্যাপ্ত বসার স্থান এবং ফ্যানের ব্যবস্থাকরণ।

(২৪) বন্দিদের আইন সহায়তা প্রদান

দরিদ্র, অসহায় ও অস্বচ্ছল বন্দিদের আইন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২৫) দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থাকরণ

বন্দিদের সাথে সাক্ষাতপ্রার্থী আত্মীয়-স্বজনের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থাকরণ।

(২৬) কারারক্ষীদের জন্য ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান

কারারক্ষীদের জন্য বিভিন্নরকম ক্রীড়া সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

(২৭) তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালুকরণ

সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করণ।

কারা অধিদপ্তরের ফটোগ্যালারি



০৫ ও ০৬.০২.২০১৯ ইনোভেশন বিষয়ক দুই দিনের কর্মশালা



০৫ ও ০৬.০২.২০১৯ ইনোভেশন বিষয়ক দুই দিনের কর্মশালা



১৮.০৪.২০১৯ তারিখ ইনোভেশন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা



১৮.০৪.২০১৯ তারিখ ইনোভেশন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা



৩০.০৪.২০১৯ তারিখ ইনোভেশন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা



৩০.০৪.২০১৯ তারিখ ইনোভেশন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা



০১.০৯.২০১৯ তারিখে গাজীপুরের কাশিমপুরে কারা কমপেক্সে কারারক্ষীদের ৫৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। উক্ত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে কারা মহাপরিদর্শক এর পুষ্পস্তবক অর্পণ।

উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর ফটোগ্যালারি



১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিফ ইনোভেশন অফিসারের বক্তব্য প্রদান করেন ড. তরুন কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।



১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয়কে উত্তরীয় পরিধান করান সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের স্টল পরিদর্শন করেন।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের স্টল পরিদর্শন করেন।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের স্টল পরিদর্শন করেন।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ অনুষ্ঠান।



কারা কনভেশন সেন্টারে ১২.০৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০১৯ অনুষ্ঠান।

NATIONAL EMERGENCY SERVICE

999

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফোন : +৮৮-০২-৯৫১১০৮৮
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৫৭৪৪৯৯
ই-মেইল : info@ssd.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.ssd.gov.bd
ফেসবুক : fb/ssd.moha.bd

সুরক্ষিত নাগরিক
উন্নত বাংলাদেশ